পাক্ষিক

আহমদী

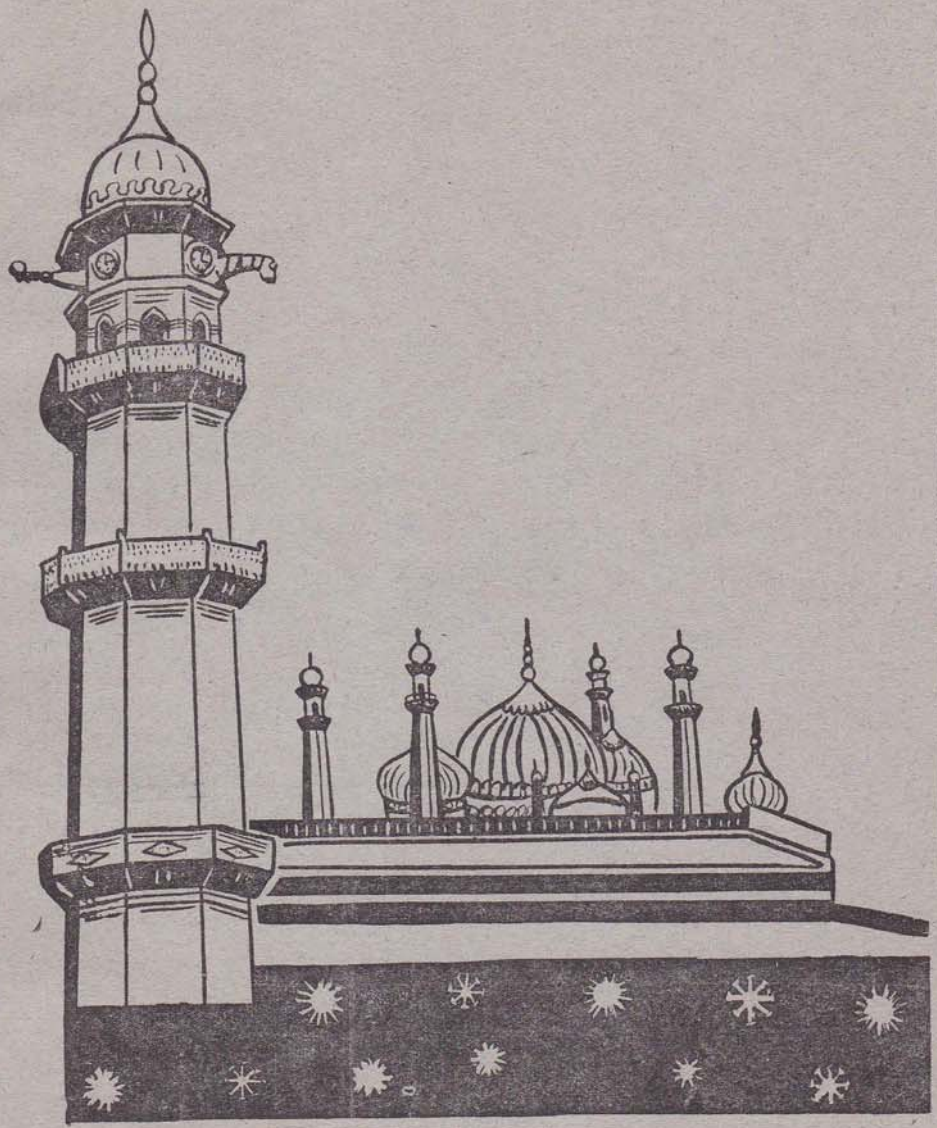

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৭-১৮শ সংখ্যা
১৫।৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৮

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৭-১৮শ সংখ্যা
১৫-৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৮ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৩৩৯
হাদিস	মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ	৩৪১
অন্তর মুখী	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	৩৪৭
আল্লাহ্ তায়ালার অভিপ্রায়	ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া	৩৪৮
প্রার্থনা	মোহাম্মাদ আতাউর রহমান	৩৪৯
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	৩৫০
পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়াত ও তারুয়া জামাত	মুহাম্মাদ আবদুল কাসেম	৩৫১
সংবাদ		৩৫৫

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ১৫-৩০শে জানুয়ারী : ১৯৬৭ সন : ১৭।১৮শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা ইউনুস

১ম রুকু

১॥ অযাচিত অনন্ত করুণাকর পুনঃ পুনঃ পরম দয়াকর আল্লার নাম লইয়া কুরআন পাঠ করিতেছি।

২॥ আমি আল্লাহ্, সর্বদ্রষ্টা।
এইগুলি পূর্ণতম তত্ত্বজ্ঞান-পূর্ণ গ্রন্থের আয়াত সমূহ।

৩॥ ইহা কি মানুষের নিকট আশ্চর্যের বিষয় যে তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির উপর ওহী নাযিল করিয়াছি; তুমি লোকদিগকে সতর্ক কর এবং মুমিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সমীপে উচ্চ পদ মর্যাদা রহিয়াছে। কাফিরগণ বলিল, নিশ্চয় এই ব্যক্তি যাদুকর।

৪॥ নিশ্চয় তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী ছয় কালের মেয়াদে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন রহিয়াছেন। তিনি সর্ববিষয় পরিচালনা করেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ তাঁহার সুপারিশকারী হইতে পারিবেনা। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভু অতএব তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

৫॥ তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। ইহা আল্লাহর নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয় তিনি আদি স্রষ্টা, অতঃপর তিনিই আবার ফিরাইয়া আনিবেন। যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং অবস্থা ও সময়োপযোগী সৎকর্ম সমূহ সম্পন্ন করিয়াছে, তাহাদিগকে উপযুক্ত ভাবে পুরস্কার দান করিবেন এবং যাহারা (সমাগত নবীকে) অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে ফুটন্ত পানী এবং বেদনা দায়ক শাস্তি তাহাদের অস্বীকারের দরুণ।

৬॥ তিনিই সূর্যকে জ্যোতিষ্ক এবং চন্দ্রকে আলোদায়ক করিয়াছেন। এবং উহার (চন্দ্রের) জন্য আহ্নিক গতির স্থান সমূহ নিরুপন করিয়াছেন, যেন তোমরা বৎসরের গণনা ও (সময়ের) হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ এই (সৌরমণ্ডলের) ব্যবস্থাকে নিশ্চিত সত্য সহকারে সৃষ্টি করিয়াছেন। (এই ভাবেই) তিনি নিদর্শন সমূহকে জ্ঞানবান লোকদের জন্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন।

৭॥ নিশ্চয় রাত্রি ও দিনের অনুবর্ত্তনে এবং আল্লাহ আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম পরায়ণ লোকদের জন্য বহুবিধ নিদর্শন রহিয়াছে।

৮॥ নিশ্চয় যাহারা আমাদের সন্দর্শনের আশা রাখে ন এবং পার্থিব জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে এবা উহাতেই তৃপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা আমার নিদর্শন সমূহ সম্বন্ধে উদাসীন,

৯॥ তাহাদের বাসস্থান হইবে অগ্নি, যাহা তাহারা অর্জন করিতেছিল।

১০॥ নিশ্চয় যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং অবস্থা ও সময়োপযোগী সৎকর্ম সমূহ সম্পন্ন করিয়াছে, তাহাদের প্রং তাহাদিগকে তাহাদের ঈমানের ফলে সফলতার দিকে পথ প্রদর্শন করিবেন এবং নিয়ামত পূর্ণ বাগান সমূহে তাহাদের আয়ত্বাধীনে নদী নালা প্রবাহিত হইবে।

১১॥ উহাতে (আল্লাহর সমীপে) তাহাদের প্রার্থনা হইবে: হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র এবং উহাতে পরস্পরের অভিবাদন হইবে (তোমাদের প্রতি) শান্তি বর্ষিত হউক! এবং তাহাদের দোয়ার শেষাংশ হইবে– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সর্ব জগতের প্রতিপালক।

(ক্রমশঃ)

★

॥ হাদিস ॥

মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

باب قصة ابن صيا د

ইবনে ছাইয়াদের বিবরণ ঃ—ইবনে ছাইয়াদের নাম ছাফ, পিতার নাম ছাইয়াদ ; ঈহুদী জাতির অন্তর্গত, মদিনার অধিবাসী ছিল। প্রথমতঃ তাহার নিকট সত্য মিথ্যা সংবাদ আসিত, ইহাতে সে নিজকে নবী মনে করিত, পরে মুসলমান হইয়াছিল, এবং মদিনায় মৃত্যুলাভ করিয়াছিল। মুসলমানগণ তাহার জানাজা পড়িয়াছিলেন। হযরত জাবের (রাজিঃ) বলিয়াছেন, হার্‌রা যুদ্ধে সে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল, ইবনে ছাইয়াদ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়েত রহিয়াছে। রেওয়ায়েতের উপর নির্ভর করিয়া সঠিক কিছু বলা কঠিন। হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ তাহাকে দাজ্জাল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। নবী করীম (সাঃ) দাজ্জাল সম্পর্কে অহী এলহাম এবং কাশ্‌ফের মাধ্যমে- যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, উহার দ্বারা ইবনে ছাইয়াদকে দাজ্জাল বলা খুবই কঠিন, কারণ ইবনে ছাইয়াদের সত্য মিথ্যা স্বপ্ন ব্যতিরেকে তাহার মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না যদ্বারা সে আসমান জমিন তোলপাড় করিয়াছে।

আঁ-হযরত (সাঃ) দাজ্জাল সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

"আদমের সৃষ্টি হইতে কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে ভয়ংকর আর কিছু নাই।" তবে ইবনে ছাইয়াদের মধ্যে এমন কতিপয় বিষয় ছিল, যাহা দাজ্জাল সম্পর্কে রসুল করীম (সাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত অহী, এলহাম, কাশ্‌ফ এবং স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা তখনই হয়, যখন সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার পূর্বে সঠিক ব্যাখ্যা কেহই দিতে পারেন না। কোন কোন সময় অহীর দ্বারাও আল্লাহ তালা ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, যথা ঃ মিশরের সম্রাটের স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহতালা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে ঘটনার পূর্বেই অবগত করাইয়া দিয়াছিলেন। নবী করীম (সাঃ) ও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার পূর্বে অহী এবং কাশ্‌ফের মাধ্যমে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া দাজ্জাল সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে, সুরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করিলে তোমরা দাজ্জালের স্বরূপে বুঝিতে পারিবে এবং দাজ্জালের অশান্তি হইতে নিরাপদে থাকিবে। এত পরিষ্কার উক্তি থাকা সত্বেও দাজ্জাল সম্পর্কে ভুল করাটা ইজতেহাদী ভুল ব্যতিরেকে আর কিছু নহে। আর দাজ্জাল সম্পর্কে ভুল করিবার দ্বিতীয় কারণ হইল অন্ধ তক্‌লীদ। এই অন্ধ অনুকরণই মুসলিম জাতিকে পতনের শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদিসের রেওয়ায়েত গুলির শাব্দিক অর্থই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিয়াছেন।

তাঁহারা একটুও চিন্তা করেন নাই যে, ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত এলহাম, অহী এবং কাশ্‌ফ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ; তবে সাহাবা (রাজিঃ) গণের কথা স্বতন্ত্র, কারণ তাঁহারা দাজ্জালের ব্যাখ্যা সম্পর্কে একে অপরকে কাফের মনে করেন নাই, প্রত্যেকেই তাঁহারা নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। আমাদের আলোচ্য বিষয়টি হইল, ইবনে ছাইয়াদ, তাহাকে কেহ দাজ্জাল বলিয়াছেন, আবার কেহ মুসলমান বলিয়াছেন। আমি দাজ্জালের বিষয়টি ইঙ্গিত দিয়া দিলাম। দাজ্জাল সম্পর্কিত

খুটীনাটীর প্রায় সব ব্যাখ্যাই দিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু তবুও ইবনে ছাইয়াদের বিষয়টি জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু ছিল। ইবনে ছাইয়াদের বিষয়টি বর্ণনা করিবার আর একটি উদ্দেশ্য হইল, দাজ্জালিয়াত এবং নবুওয়াতের মধ্যে পার্থক্য করা। আমাদের এ যুগের মূর্খ একদল আলেম নামধারী, তাহারা সত্য এবং মিথ্যা নবীর মধ্যে মোটেই পার্থক্য করিবার যোগ্যতা রাখে না, তাহারা সকলকেই বিনা দলীল প্রমাণে কাফের এবং দাজ্জাল বলিতে অভ্যস্ত। তাহাদের মধ্যে খোদা এবং রসুলের কোনই ভয় নাই। তাহারা মাটির কীট ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। পাঠক-পাঠিকাগণ, আপনারা একটু পরেই হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া লইতে পারিবেন। আবার এক ভদ্র মহোদয় দাজ্জালের অর্থ করিয়াছে 'এন্‌টী ক্রাইষ্ট'। ভদ্রলোকটী খৃষ্টানদের সংকলিত অভিধান দেখিয়া এই অর্থ করিয়াছেন। খৃষ্টান লেখকগণ যে মুসলমান দিগকেই এন্টিক্রাইষ্ট বা দাজ্জাল বিশ্বাস করে, তাহা ভদ্রলোকটি মোটেই চিন্তা করেন নাই। এহেন বিদ্যাধরগণই আবার হাদিসের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছেন। ইহাদের ব্যাখ্যা দেখিয়া আমাদের হাসি পায়। হায়! কি বলিব!

ولیکن قلم درکف دشمن است ع

হায়! 'এহেন বন্ধুগণের হাতেই যে আবার লেখনি।'

কোরআন এবং সুন্নাহ ও এই দুইটির স্বপক্ষে যেসব হাদিস আছে, সেইগুলিই আমাদের প্রকৃত সম্বল। আর অলি আল্লাহ্‌গণের কাশ্‌ফ এবং এলহাম আমাদের পথ-প্রদর্শক। এইসবের উপর নির্ভর করিয়াই এই বিপদ সংকুল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। আর একটি বিষয় সম্পর্কে না বলিলে ইহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাহা হইল যুগ ইমাম হযরত মসিহে মওউদ মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর দেওয়া আলো। তাঁহার আলো না হইলে আমরা অন্ধই থাকিয়া যাইতাম। তাঁহার দেওয়া আলোর দ্বারা যে তিমির রাশি তিরোহিত হইয়া ইসলাম রবি পুনরায় মধ্য গগনে দেখা দিয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। এখন আমি ইবনে ছাইয়াদ সম্পর্কিত হাদিসগুলি আপনাদের সামনে পেশ করিতেছি। وباللہ التوفیق

عن عبد اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب انطلق مع رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم فی رھط من اصحابہ قبل ابن صیاد حتی وجدوہ یلعب مع الصبیان فی اطم بنے مغالۃ وقد قارب ابن صیاد یومئذ الحلم فلم یشعر حتی ضرب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ظھرہ بیدہ ثم قال الشھد انی رسول اللہ فنظر الیہ فقال الشھد انک رسول الامیین ثم قال ابن صیاد اتشھد انی رسول اللہ فرصد النبی صلے اللہ علیہ وسلم ثم قال امنت باللہ وبرسلہ ثم قال لابن صیاد ماذا ترى قال یاتینی صادق وکاذب قال رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم خلط علیک الامر۔ قال رسول صلے اللہ علیہ وسلم انی خبأت لک خبیئا وخبأ لہ یوم یاتی السماء بدخان مبین فقال ھو الدخ فقال اخبیأ فلن تعدو قدرک قال عمر یا رسول اللہ اتأذن لی فیہ ان اضرب عنقہ قال رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ان یکن ھو لا تسلط علیہ وان لم یکن ھو فلا خیر لک فی قتلہ قال ابن عمر انطلق رسول صلے اللہ علیہ وسلم بعد ذلک وابی بن کعب الانصاری یؤمان النخل التی فیھا ابن صیاد فطفق رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم یتقی بجذوع

النخل وهو يختل ان يسمع من ابن صياد
شيئا مضطجع على فراشه فى قطيفة له -
فيها ذمزمة فرأت ام ابن صياد النبى
صلى الله عليه وسلم وهو يتقى بجذوع
النخل فقالت اى صاف وهو اسمه هذا
محمد فتنا هى ابن صياد قال رسول
صلى الله عليه وسلم لو تركته بين قال
عبد الله بن عمر قام رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى الناس فاثنى على الله
بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال انى انذر
كموه وما من نبى الا وقد انذر قومه
لقد انذر نوح قومه ولكن ما قول لكم
فيه قولا لم يقل نبى لقومه تعلمون انه
اعور وان الله ليس باعور -

(بخارى، مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত ওমর (রাজিঃ) নবী করীম (সাঃ) এর সহিত এবং কতিপয় সাহাবা (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ইবনে ছাইয়াদের নিকটে গমন করিলেন, তখন তাঁহারা ইবনে ছাইয়াদকে বনি মাগালার (ইহুদীদের এক গোত্রের নাম) উচ্চ মহলের ছেলে পিলেদের সঙ্গে খেলা করিতে দেখিতে পাইলেন। তখন ইবনে ছাইয়াদের বয়স বালেগ হওয়ার কাছাকছি ছিল। সে নবী করীম (সাঃ)-এর আগমণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই, এমন কি রসুল করীম (সাঃ) তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিলেন, তৎপর বলিলেনঃ তুমি কি সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহর রসুল ? তখন সে রসুল করীমের (সাঃ) প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি আপনি উম্মিগণের রসুল। তৎপর ইবনে ছাইয়াদ বলিল আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লার রসুল ? অতঃপর রসুল করীম (সাঃ) তাহাকে শক্তভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, তৎপর বলিলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিতগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, অতঃপর আঁ-হযরত (সাঃ) ইবনে ছাইয়াদকে বলিলেন, তুমি কি দেখিতেছ ? অর্থাৎ কি স্বপ্ন দেখিতেছ ? সে বলিল, সত্য এবং মিথ্যা সংবাদ আসিতেছে অর্থাৎ কখনও সত্য স্বপ্ন দেখি আবার কখনও মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। নবী করীম (সাঃ) বলিলেন, বিষয়টি তোমার নিকট মিশ্রিত করা হইয়াছে। নবী করীম (সাঃ) আকাশে প্রকাশ্য ধুঁয়া দেখা দিবে এই আয়াতটি মনে মনে গোপন রাখিয়া তাহাকে বলিলেন, আমি একটি বিষয় মনের মধ্যে গোপন রাখিয়াছি ; বলত উহা কি ? তখন সে বলিল, উহা 'ধুঁয়া'। তখন রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, বাদ দাও, তুমি ইহার চেয়ে বেশী বলিতে পার না বা ইহার চেয়ে বেশী বলার শক্তি তোমার নাই। ওমর বলিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, ইহাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দান করুন। নবী করীম (সাঃ) বলিলেন, যদি এই সেই হয় অর্থাৎ নির্দ্ধারিত দাজ্জাল হয়, তাহা হইলে তুমি তাহাকে মারিতে পারিবে না। আর যদি এই ব্যক্তি সেই দাজ্জাল না হয়, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া তোমার লাভ কি ? হযরত ইবনে ওমর (রাজিঃ) বলিতেছে, ইহার কিছুদিন পর নবী করীম (সাঃ) এবং কায়াবের পুত্র উবাই আনসারী (রাজিঃ) খর্জুর বৃক্ষের দিকে যাইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন, যেখানে ইবনে ছাইয়াদ অবস্থান করিতেছে। অতঃপর রসুল করীম (সাঃ) খর্জুর বৃক্ষের শাখার আড়ালে নিজেকে গোপন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ইবনে ছাইয়াদ কি বলিতেছিল উহা শ্রবণ করিবার জন্য তিনি এরূপ করিতে ছিলেন। ইবনে ছাইয়াদ তাহার শয্যায় চাদর মুড়ি

দিয়া গুন গুন করিয়া কি বলিতেছে, এমতাবস্থায় ছাইয়াদের মা নবী করীম (সাঃ)-কে খর্জুর গাছের আড়ালে লুক্কায়িত দেখিতে পাইল। অতঃপর বলিল হে ছাফ, ইহা ইবনে ছাইয়াদের নাম, এই যে, মোহাম্মদ (সাঃ) তখন ইবনে ছাইয়াদ নীরব রহিল। নবী করীম (সাঃ) বলিলেন যদি সে না বলিত তাহা হইলে সে কি বলিতেছে প্রকাশ্য বুঝিতে পারিতাম।

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাজিঃ) এবং রসুল করীম (সাঃ) জনগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া আল্লাহর শান অনুযায়ী তাঁহার প্রশংসা করিলেন, তৎপর দাজ্জালের বিষয় বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেছি, এমন নবী নাই যিনি স্বীয় উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্ক সতর্ক করিয়া দেন নাই। নূহ (আঃ)ও তাঁহার স্বজাতিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন কিন্তু আমি তোমাদিগকে দাজ্জাল সম্পর্কে এরূপ অকাট্য কথা বলিব, যাহা কোন নবীই তাঁহার স্বজাতিকে বলেন নাই। জানিয়া রাখ, নিশ্চই দাজ্জাল কানা হইবে আর আল্লাহ্‌ তালা নিশ্চয়ই কানা নহেন।

(বোখারী মুসলিম)।

উক্ত হাদিসে ইবনে ছাইয়াদের প্রাপ্ত বয়স্ক হইবার পূর্বেকার কথা, তখনও ইবনে ছাইয়াদ বালেগ হয় নাই, ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হইতেই স্বপ্ন দেখিত এবং কোন কোন বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী রূপে প্রকাশ করিত। যদিও সেই সব কথার কিয়দংশ পূর্ণ হইত এবং উহার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত, যেরূপ কাহেন বা জ্যোতিষীগণ গণনা করিয়া রাষ্ট্রগত বর্ষফল, ব্যক্তিগত বর্ষফল এবং বৃষ্টি গণনা ইত্যাদি করিয়া থাকে। ইবনে ছাইয়াদের মস্তিষ্কের প্রকৃতিও এরূপই ছিল। তবে ইহার ভিত্তি ছিল স্বপ্ন। স্বপ্নের সাহায্যে বা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে ভবিষ্যৎ বক্তব্যকে তৌরিতে নবী বলা হইয়াছে। যেহেতু ইবনে ছাইয়াদও ঈহুদী সম্প্রদায়ের ছিল, সেজন্য সে নিজকে নবী বলিয়া মনে করিত। ইহা তাহার দোষ নয় বং ঈহুদীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা অনুসারেই সে এরূপ বলিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ইবনে ছাইয়াদের কথা যখন মদিনায় ছড়াইয়া পড়িল, তখন নবী করীম (সাঃ) হযরত ওমর (রাজিঃ) এবং আরও কতিপয় সাহাবী (রাজিঃ)-কে সঙ্গে করিয়া তাহাকে দেখিতে গেলেন। তাঁহারা যাইয়া তাহাকে ছেলে পিলেদের সংগে খেলা করিতে দেখিলেন, তৎপর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই উক্ত হাদিসে প্রকাশিত। ইবনে ছাইয়াদ নবী করীম (সাঃ)-কে উম্মিদের অর্থাৎ আরবদের নবী বলিয়া বিশ্বাস করিত, এই বিশ্বাস ঈহুদীগণেরও ছিল যে, নবী করীম (সাঃ) আরবদের নবী ছিলেন। বণি ইস্রাইলদের জন্য নবী ছিলেন না। ঈহুদীদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাস থাকার দরুণই ইবনে ছাইয়াদও নবী করীম (সাঃ)-কে এইরূপ বিশ্বাস করিত। এইজন্যই সে নবী করীম (সাঃ-কে বলিল, 'আমি আপনাকে উম্মিদের নবী বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছি।' আর সে তৌরিতের বর্ণনানুসারে নিজকেও নবী বলিয়া মনে করিত, যেহেতু তাহার নিকট স্বপ্ন যোগে বা মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী অনুসারে সে কতক সত্য মিথ্যা সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিত, উহার উপর নির্ভর করিয়াই সে ইহা বলিত। নতুবা খোদাতালার নিকট হইতে তাহার নিকট অহী, এলহাম আসিয়াছে বলিয়া সে কখনও দাবী করে নাই। নবী করীম (সাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি দেখিতেছ অর্থাৎ তোমার নবী দাবি করিবার মূল কারণ কি? তদুত্তরে সে বলিল," আমার নিকট সত্য মিথ্যা সংবাদ আসে বা আমি কখনও সত্য এবং কখনও মিথ্যা স্বপ্ন দেখিতে পাই।" ইহার উপর নির্ভর করিয়াই আমি নিজেকে নিজে নবী মনে করি। তখন

নবী করীম (সাঃ) এই বিষয়টি আরও পরিস্কার করিবার জন্য এবং তাঁহার সহচর দিগকে প্রকৃত বিষয়টি বুঝাইবার জন্য কোরআনের এক আয়াত মনে রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মনে কি বিষয় গোপন রাখিয়াছি তাহা বলত দেখি? তখন সে অসম্পূর্ণ উত্তর দিল 'দোষ বা ধূয়াঁ' অথচ নবী করীম (সাঃ) তাঁহার মনে, "যেইদিন আকাশে প্রকাশ্য ধূয়াঁ দেখা দিবে" আয়াত গোপন করিয়া রাখিয়া ছিলেন। ইবনে ছাইয়াদের উত্তর শুনিয়া নবী করীম (সাঃ) বলিলেন, ইহার চেয়ে বেশী বলার শক্তি তোমার নাই! কারণ স্পষ্ট এবং পূর্ণ সত্য ওহী বা সত্য সংবাদ একমাত্র আল্লাহ-তালার নবীগণই লাভ করিয়া থাকেন। কাহেন বা জ্যোতিষীগণ নবীগণের নিকট ঐশী ভবিষ্যবাণী শুনিয়া তাহা হইতে কিছু লইয়া তার সঙ্গে আরও বহু অসত্য মিশ্রিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিয়া বেড়ায়, নচেৎ ইহার মূলে এর অধিক আর কোন সত্য নাই। ইহাকে انتشار روحانيت ইন্তেশারে রূহানিয়াত বলা হয়। নবীগণের আগমণের যুগে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় যোগ্যতানুসারে উন্নতি করিয়া থাকে; যথা বর্ষাকালে কৃষকদের কোন ফসল, ফলের গাছ, তরুরাজি যেরূপ সবুজ বর্ণ-ধারণ করে এবং এইভাবে বনে জংগলের গাছগাছড়াও যাহার সেবা যত্ন কেহ করে না, তাহাও তদ্রূপ সতেজ ও সবল হয়। এমনিভাবে নবীগণের যুগে যখন মুষলধারে ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয় তখন মোমেনগণও উহার কিয়দাংশ লাভ করিয়া থাকেন এবং কাফেরগণও কিছু কিছু সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। তবে ইহার পার্থক্য শুধু এতটুকু যে মেহমান দস্তরখানে বসিয়া আহার করেন এবং কুকুর বিড়াল উচ্ছিষ্ট বা কাঁটা ভক্ষণ করে। মোমেনগণ সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে নবীগণের সত্যতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া উন্নতি করেন। আর কাফেরগ বিরোধিতা করিয়া ধ্বংস হইয়া যায়।

আর যাহাদের মস্তিস্কের গঠন প্রণালী জ্যোতিষীগণের ন্যায়। তাহারাও অহী অবতীর্ণ হইবার দরুণ আসমান জমিনে যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয় ও জ্যোতির বিকিরণ হয়, তন্মধ্য হইতে কিছু না কিছু সংবাদ সরবরাহ করিতে পারে, ইহাকেই দাজ্জাল ও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীকারীগণ নিজেদের বিরাট সফলতা বলিয়া মনে করে। এই মনে করাটাই তাহাদের বিরাট অজ্ঞতা ও ভুল এবং মিথ্যাবাদিতার জলন্ত প্রমাণ। নতুবা যাহারা আল্লাহতালার প্রতি অটল বিশ্বাসী এবং তাহাদের প্রতি ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়, তাহারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী ও পূর্ণ আস্থাবান। তাঁহারা তাঁহাদের দাবী সম্পর্ক অটল ও অনঢ়। আসমান-জমিন টলিতে পারে, কিন্তু তাহাদের অবস্থাতে এবং বিশ্বাসে এক বিন্দু পরিবর্তন আসিতে পারে না। তাঁহাদিগকে আল্লাহতালা নির্দেশ দেন যে, তোমরা ঘোষণা কর "নিশ্চয় আমার প্রতি যে ঐশীবাণী অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার প্রতি ইমান আনিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি, উহার প্রতি আমি সর্ব প্রথম বিশ্বাসী।" কিন্তু মিথ্যাবাদী দাজ্জাল প্রকৃতির লোকেরা তাহাদের মিথ্যা স্বপ্ন ও নিজেদের সংগ্রহ করা সংবাদকে এলহাম, অহী বলিয়া ধারণা করে। তাহাদের দাবী অনুমানের উপর। হযরত নবী করীম (সাঃ)ও এক হাদীসে তাহাদের এরূপ ধারণা বা অনুমানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

سيكون فى امتى ثلثون كذابون
كلهم يزعم انه نبى -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমার উম্মতে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হইবে; তাহাদের প্রত্যেকেই ধারণা করিবে যে, সে নবী।'

উক্ত হাদিসে নবী করীম (সাঃ মিথ্যাবাদী নবীর মাপকাঠি বলিয়া দিয়াছেন। ধারণার উপরই মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীকারকের ভিত্তি। কোন জলন্ত প্রমাণ

বা অকাট্য দলীলের উপর তাদের দাবীর ভিত্তি নহে। কিন্তু যাঁহারা আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবী, তাঁদের দাবী-ধারণার উপর নহে, তাঁহাদের দাবী জলন্ত প্রমাণ, অকাট্য দলীল, ঐশী নিদর্শন, এবং আল্লাহতালার (সর্বাহারা) সাহায্য সহায়তার উপর।

کبھی نصرت نہیں در مولی سے گزروں کو ع

অর্থ ৎ "অপবিত্রগণ কখনও আল্লাহতালার সাহায্য এবং সহায়তা লাভ করিতে পারে না।"

(হযরত মসিহে মওউদ আঃ।)

আর আল্লাহতালার প্রিয় বান্দা যাহারা এবং যাহারা পবিত্র তাহাদিগকেও তিনি নষ্ট হইতে দেন না।

আমাদের আলোচ্য হাদিসেও ইবনে ছাইয়াদ তাহার দাবী অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই বলিয়াছিল। তদোপরি সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক, এখনও তাহার প্রকৃত দাবী জন-সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিবার সময় আসে নাই। এইজন্যই নবী করীম (সাঃ) হযরত ওমর (রাজিঃ)-এর হত্যা করিবার অনুমতি চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, যে, এই যদি সেই দাজ্জাল হয় তাহা হইলে তাহাকে তুমি মারিতে পারিবেনা, আর যদি দাজ্জাল না হয়—তাহা হইলে ইহাকে মারিয়া কি লাভ হইবে। কারণ নিশ্চিত দাজ্জাল বলিয়া এখনও বুঝা যায় না, ভবিষ্যতে এই ব্যক্তিই যদি সেই হয়, তাহা হইলে তাহার হন্তা হযরত মসিহ, তুমি নও। আর যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া সে তাহার এইসব মস্তিষ্কের কল্পনা পরিত্যাগ করে, এবং মুসলমান হইয়া যায়—তাহা হইলে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা তোমার পক্ষে কল্যাণকর নহে।

নবী করীম (সাঃ) একটি পূর্ণ আয়াত মনে মনে গোপন রাখিয়া ইবনে ছাইয়াদকে প্রশ্ন করিলে, সে অসম্পূর্ণ উত্তর দিয়াছিল। এই অসম্পূর্ণ উত্তর তাহার কল্পনা প্রসূত, অথবা তাহার মস্তিষ্ক এই ধরণের গঠিত যদ্বারা সে অনুমান করিয়া বলিতে পারিত বা শয়তান তাহাকে অহী করিত। এই জাতীয় লোকের সহিত শয়তান খেলা করে ও মিথ্যা ওয়াদা দিয়া থাকে। ইহারা শয়তানের বন্ধু। এইজন্যই রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন; তুমি ইহার চেয়ে বেশী বলিতে পার না, কারণ 'মালায়ে আলা' বা ফেরেস্তাগণ যেখানে আল্লার প্রত্যাদিষ্ট রসুলের সম্পর্কে আলোচনা করেন, শয়তান উহার কিয়দংশ শুনিতে চেষ্টা করে। ইহাতে সে সফলতা লাভ করিলে, তাহাদের বন্ধু দাজ্জাল প্রকৃতির লোকদের কানে পৌঁছাইয়া দেয়, ইহাতে শয়তানের বন্ধুগণ বহু কিছু মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করে। এই সম্পর্কে যথাস্থানে আমরা হাদিসের আলোচনা করিব।

উক্ত ঘটনার পর আর একদিন নবী করীম (সাঃ) ইবনে ছাইয়াদকে দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন। সেদিন ইবনে ছাইয়াদ খর্জুর বাগানে ছিল, এবং চাদর দিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইয়া ছিল, ও গুণ গুণ করিতে ছিল। নবী করীম (সাঃ) তাহার গুণ গুণ শব্দ করিয়া সে বলিতেছে উহা শুনিবার জন্য গাছের আড়ালে যাইতে ছিলেন। এমতাবস্থায় ইবনে ছাইয়াদের মা তাহাকে জানাইয়া ফেলিল, ইহাতে নবী করীম (সাঃ) তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না। ইহাতে নবী করীম (সাঃ) বলিলেন, যদি উহার মা তাহাকে না জানাইত, তাহা হইলে অনেকটা প্রকাশ হইত ও বুঝিতে পারিতাম সে কি বলিতেছিল।

এই সম্পর্কে অন্যান্য হাদিসে আমরা আরও আলোচন করিব ইনশাআল্লাহতালা।

★

অন্তর মুখা

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

এ চিত্র কি ও চিত্রের চেয়ে কম নয় : তবে কেন নবী আসবেন না ?

সম্প্রতি 'অর্থের লালসায় পবিত্র কোরআন অবমাননার জঘন্য দৃষ্টান্ত' নামে ছবি সহ কোন কোন পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি গভীরভাবে প্রণিধান যোগ্য। 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় যেভাবে সংবাদটি দেওয়া হয়েছে তা পাঠকদের সামনে পেশ করছি :

"অর্থের লালসা মাঝে মাঝে মানুষকে এত নীচে নামিয়ে দেয় যে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিশ্বাস ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের প্রতি অসম্মান দেখাতেও তারা কুণ্ঠিত হয় না। সম্প্রতি এমনি এক ন্যাক্কারজনক ও হীন কাজের পরিচয় পাওয়া গেছে। করাচী থেকে কোপেনহেগেনে জনৈক তরুণকে পাঠান দুখণ্ড পবিত্র কোরানের প্যাকেট ডেনমার্কের অন্তর্গত ষ্টেকের কাষ্টম অফিসার কৌতুহল বশতঃ খুলে ফেলেন। পবিত্র কোরআন গ্রন্থ দেখে তাঁরা আবার রাখতে যান। গ্রন্থের উপরের দিকটা নরম মনে হওয়ায় তাঁরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা খুলেই ফেলেন। কিন্তু ভিতরে কোরান শরীফের পাতা তৈরী খোলের ভিতর নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য অনুমানিক বিশ হাজার টাকা মূল্যের 'চরস' পাওয়া যায়। কোটি কোটি মুসলমানের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে মুসলমানদের জন্য 'হারাম' মাদকদ্রব্য পাঠাবার এই জঘন্য কাজ দুনিয়ার বুকে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।"

এ নিয়ে লম্বা মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এ ধরণের জঘন্য ঘটনার আরো অনেক খবর হয়ত অনেকেরই জানা আছে। কয়েক বছর পূর্বে খুলনা জিলার জনৈক জাঁদরেল হাজী সাহেব সীমান্তের অপর পারে অবৈধভাবে মাল চালান দিয়ে ঐ মালের টাকা কোরান শরীফের পাতার ফাঁকে ফাঁকে রেখে পুলিশের হাত হতে কিভাবে রক্ষা পেয়েছিলো—সে ঘটনার কথা শুনে অবাক হয়েছিলুম। হাজী সাহেব কোরানের ফজিলত বয়ান করতে গিয়ে বলতেন—কিভাবে পবিত্র কেতাব তাকে সমূহ বিপদ ইতে রক্ষা করেছিল।

এসব দ্বারা এরা শুধু কোরানেরই নয়, হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং তাদের নিজেদেরও অবমানিত করছে। কিন্তু অর্থ লালসা এদের এই বোধ শক্তিকেও লোপ করে ফেলেছে।

এসব দেখে শুনে ভাবি কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান মুসলমানদের অধঃপতন আরবের জাহিলিয়তের যুগকেও যেন ছাড়িয়ে গিয়েছে। সমাজের এ চিত্র কি ও চিত্রের চেয়ে ? কম এখানে প্রশ্ন জাগা অতি স্বাভাবিক যে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও কিতাবের (যে কিতাবের কোনই পরিবর্তন হয়নি) অনুসারীদের এই অধঃপতন কেন ? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে কামেল শরীয়ত, কামেল নবুওত কোনটাই মানুষের অধঃপতনকে সর্বকালের জন্য রুখে রাখতে পারে না। অধঃপতিত মানব সমাজকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহতা'লা আগেও যেমন নবী রসুল পাঠিয়েছেন—এখনও এর পুরোপুরি প্রয়োজন রয়েছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আল্লাহর বাণী পেয়ে এই মহা সত্যই নতুন করে আবার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সুরা আছর

উপরোক্ত সুরার বাংলা তর্জমা নিম্নে দিচ্ছি :

করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে কালের (সময়ের) কসম। নিশ্চয়, মানুষ ক্ষতির মধ্যে অবস্থান

করিতেছে। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্য, ন্যায় ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকে, তাহারা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

ইতিপূর্বে অন্তর মুখীতে সময় নয় জীবন নষ্ট নামে একটি আলোচনায় বলেছিলুম যে আমরা সময় নষ্ট করিতে পারি না। প্রকৃত পক্ষে অবজ্ঞা অবহেলায় নিজের জীবনকেই নষ্ট করি এবং এর নাম দেই 'সময় নষ্ট করা' বলে। ইমান আখলাক ও আমল দ্বারাই জীবনের অপচয় রোধ করা যায় এবং ইহা দেশের ও দশের মংগলে লাগে। অপর দিকে শুধু শুধু বসে থাকলে জীবন বসে থাকে না। অকাজ কুকাজে নিজের জীবনই নষ্ট হয় না, সামাজিক জীবনকেও অধঃপতনের দিকে টেনে নেওয়া হয়। উপরোক্ত ছোট সুরাটির দ্বারা কোরআন করীম এক মহা সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। বড়ই আফসোসের বিষয় হলো বর্তমান যুগের মুসলমানরাই সময়ের মূল্য বুঝে না। মানব জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে না। তারা শুধুই কোরআনের বোঝা বয়ে চলেছে।

★

আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায়

ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া

একটা প্রবন্ধ লেখার জন্য বসেছি। এখন কি বিষয়ে লেখা যায়, এতো বড় সমস্যা। পৃথিবীর কত কথা জানি। কিন্তু সব বিষয়েও লেখা যায় না। আচ্ছা, আপনারাও ছেলেদের সাথে খেলাধূলা নিশ্চয় করেছেন। তাই বাচ্চাদের সাথে খেলার গল্পই বলি।

বেশ কিছুদিন আগের কথা। তখন আমি এম, এ, ফাইন্যাল ইয়ারে পড়ি। মামার বাসায় থাকি। পাশের বাসায় এক দুষ্টু ছেলে। সে কারও কথাই শোনে না। সেদিন বিকাল বেলায় বসে বই পড়ছি। সেই দুষ্টুর আবির্ভাব। নামটি তার আজ আর মনে পড়ে না। বয়স হবে ৭ বৎসর। সে এসে ঘরে ঢুকেছে।

আমিত পড়ছি। কিছু তাকে বলছিনা। ছেলেটি যেন ঘরের ভিতর ঢুকে ঠিক করতে পারছে না কি নিয়ে দুষ্টামি করা যায়। বেড়ার ধারে ছিল একটা বসবার টুল। সেটা নিয়ে দৌড়। আমার পড়া ফেলে গেলাম বাইরে। তার নিকট থেকে টুলটা নিব। ধরলাম ছেলেটাকে। বললাম, "দাও তো ভাই, টুলটা দিয়ে দাও।" সে দিবে না। আমার সাথে টানাটানি শুরু করল। তার টানাটানিতে মনে একটা কোমল ভাবের উদয় হল। তার সাথে কতক্ষণ টানাটানি চল্‌লো। আমি টানি টুলখানা আমার দিকে। সেও টানে তার দিকে। বুঝাই খুব করে, 'দাও ভাই, ছেড়ে দাও। আমার কাজ আছে যেতে হবে।" সে ছাড়বে না। জোরে ইচ্ছা করলে টানতে পারি। টুলও নিতে পারি। কিন্তু তাতে বাচ্চাটা হয়ত হেঁচকা টানে মাটিতে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেতে পারে। তাই কতক্ষণ চ ল আস্তে আস্তে টানাটানি ও বুঝানো। শেষ পর্য্যন্ত যখন সময় দেখি আর নেই তখন একটানে তার হাত থেকে টুলটা নিয়ে চলে গেলাম।

কাপড় পরে রওয়ানা হয়েছি আঞ্জুমানের দিকে। তখন মনে হল একটা কথা। পৃথিবীতে যত পাপী

আছে। তারা পাপ করে। অনেক মানুষই প্রতিবাদ করে বলে আল্লাহ্ কি পাপীদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করতে পারেন না? —এ এক বিরাট জিজ্ঞাসা। মনের মধ্যে যেন খুজে পেলাম তারই একটা উত্তর। এই দুষ্টু ছেলের মতই যেন পাপীরা। তারা ত সবাই তাঁর সৃষ্টি। তাই তিনি তার সৃষ্টির প্রতি কোমল। এরা যখন পাপ করে তিনি নবী পাঠান তাদেরকে বুঝানোর জন্য। নবী তাদেরকে বুঝান। আল্লাহ্ পাপীদের চট্ করে শাস্তি দেন না। তিনি সবুর করেন। তিনি ধৈর্য্য সহকারে দেখেন, এরা নিজেদের ইসলাহ্ করে কিনা। ততদিন পর্য্যন্ত তাঁর খেলা চলে। যখন তিনি তাঁর প্রজ্ঞায় বুঝেন আর সময় দিয়ে লাভ নেই তখন তিনি রুদ্রমুর্তি ধারণ করেন। পাপীদের শাস্তি দেন। আল্লাহর লীলার এ যেন এক বিচিত্র প্রকাশ। প্রবন্ধ আমার শেষ হল।

★

প্রার্থনা

মুহাম্মদ আতাউর রহমান

অনন্ত করুণাময়। অবিরাম দান করিয়া যাও তুমি। কারসাধ্য তোমার দান গনিয়া শেষ করে? তাঁহারা হয়ত কাচা গণনায় বলেন, তুমি একলক্ষ চব্বিশ হাজার বার তোমার অভিষিক্ত মানব এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ; ইহারাই তোমার শ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু আফসোস্! শত আফসোস্! মানুষ তোমার দান যথাযথ গ্রহণ করে না। কি আশ্চার্য! যখনি তুমি আমাদের একজনকে সম্মানিত করিয়াছ এবং আমাদেরই সুপথ দেখাইবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছ, তখন আমরাই করিয়াছি বিদ্রোহ ঘোষনা। তুমি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার "দান" করিয়াছ আর আমরা ১,২৪০০০ বার বিদ্রোহ করিয়াছি। অথচ আমাদের কর্ত্তব্য ছিল তাঁহার সম্মান করা, তাঁহার কাছে তোমার খবর সংগ্রহ করা, তোমার সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তোমার নিকটবর্তী হইয়া মানব জনম সফল করা।

কিন্তু কত ক্ষুদ্র কত দাম্ভিক আমরা অকৃতজ্ঞ আমরা, ভীরু আমরা ডানে, বামে, মাথার উপর খাড়া আমাদের পার্থিব নেতা আর নেতা। এই নেতাদের ভয়ে কম্পমান আমরা তোমার অপার্থিব নেতার সম্মান করি না। মারাত্মক ভুলের শুরু ত এখানে। পরিণামে আজ আমরা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখী। জলে, স্থলে, বিমানে, বন্দরে, ঘরে ঘরে উড়িতেছে ধ্বংসের নিশান।

অখণ্ড সত্য, হেদায়েত সূর্য্য, মানব ধর্মের পূর্ণতা, বিশ্ব করুণা মোহম্মদ মোস্তফা (সাঃ) আসিলেন। বিশ্বের কোটী কোটী লোক তাহাকে মানাইবার জন্য ঈসা (আঃ) দ্বিতীয় বার আসিলেন। কিন্তু বিশ্ব নিয়ন্তার করুণা তাহারা আজও গ্রহণ করিল না। খোদার দান পুষ্ট মানব, তোমার এত ঔদ্ধত্য! মহাশুন্যে ঘূর্ণায়মান তোমার গোলকটীর খবর রাখ কি? জ্বলন্ত তুমি; তোমার ঘরে পরমানুর চুলা নিশ্চুপ জ্বলিতেছে জান? পরমানুর চুলাতে কাঠ, কয়লা, বা তেল জ্বালানী দরকার হয় না – দরকার হয় খনিতে পাওয়া রৌপ্য, উজ্জ্বল ইউরেনিয়াম। স্বর্ণ খনি দুর্লভ কিন্তু ইউরেনিয়াম সহজলভ্য, জান? পরমানুর চুলাতে মানব হন্তা এটম বোম তৈয়ার করিতে ব্যস্ত বৈজ্ঞানিক ভাই। তাই ঘোষণা করিয়া যাই, নিশান উড়াইয়া ধ্বংস আসিতেছে।

বড় ক্ষমাশীল আল্লাহ্। তাঁহার কোলে আশ্রয় চাও। তাঁহার করুণা মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর সম্মান কর।

করুণাময়, তোমার সংবাদ বহনকারী পবিত্রাত্মাগণের গুণরাজির সমাবেশ মোহম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-র উপর আমার দরুদ সহ এই লিপি খানি কবুল কর। মানুষের জন্য মানুষের প্রাণ কাঁদে। কত সুন্দর তোমার হাতের গড়া মানুষ, কত ভালবাসি তাহাদেরে। সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত দূর দূরান্তে তাহারা, বড় পেরেশান। দ্রুত যেন তাহার লিপি খানি পাই।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

'পশুর চেয়ে ভাল নয়'

ইদানিং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের নিকট প্রস্তাব দিয়াছেন খাদ্য-ভেজাল, শিশু অপহরণ, মুখমণ্ডলে (বিশেষ করে নারীদের) এ্যাসিড্ নিক্ষেপ, চোরাকারবার, স্মাগলিং প্রভৃতি হীন প্রকৃতির অপরাধের জন্য যেন বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করে। এই উপলক্ষে তিনি বলেছেন এ ধরণের পাপকার্যে যারা লিপ্ত হয় এরা 'পশুর চেয়ে ভাল নয়।' আসলে কিন্তু এরা পশুর চেয়ে অনেক নিম্নস্তরে চলে যায়। কারণ পশু বুদ্ধি-বিবেচনা হতে বঞ্চিত। এরা ষড়যন্ত্র করে কোন অন্যায় করতে পারে না। এরা প্রকৃতির তাগিদেই সবকিছু করে। কাকেও ঠকিয়ে নিজে জিতে যাবে এজন্য এরা কোন প্ল্যান প্রোগ্রাম করে কাজ করতে জানে না। এদের বেলায় জীবনের দৈহিক দিক ছাড়া নৈতিকও আধ্যাত্মিক দিকের কোনই বিকাশ নেই।

মানুষের বেলায় এসব কথা খাটে না। বুদ্ধি-বিবেচনা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ অধিকারী সে। সুতরাং সে যখন তার এসব বৈশিষ্ট্য ভুলে গিয়ে উল্লেখিত হীন পথ সমূহে পা বাড়ায় তখন সে পশুর চেয়ে অনেক বেশী অধঃপতনে যায় ও অধম হয়ে পড়ে। ইমান এবং সদ আমলই মাত্র তাকে এ অধঃপতন হতে রক্ষা করতে পারে। কোরআন করীমের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে এই সত্যেরই সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ঃ

"আমি মানুষকে সর্ব্বোত্তম গঠনে [উপাদানে] সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর তাহাকে অধমের চেয়েও অধম করিয়াছি। কিন্তু যাহারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে, তাহাদিগকে আমি অপদস্থ করি না, তাহাদের জন্য অশেষ পুরস্কার রহিয়াছে।"

—সূরা তীন

আফ্‌সোসের কথা ঃ

ইদানিং এক খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পি, এল ৪৮০ এই চুক্তির অধীনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে গম, খাবার তৈল, গুঁড়া দুধ ও তামাক সরবরাহ করবে। এই চুক্তির অধীনে পাকিস্তানে আগামী বৎসরের প্রথম দিকে ৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত গম, ২০ হাজার টন খাবার তৈল, ৩ হাজার টন গুঁড়া দুধ ও ৯ শত টন মার্কিণ তামাক লাভ করবে।

খাদ্য না হলে আমরা বাঁচি না। দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাঁচার তাগিদেই বিদেশ হতেও খাদ্য আমদানী করার দরকার হবে। বড়ই আফসে সের বিষয় যে, তামাকও আমদানী করতে হচ্ছে। ধূমপান না করলে মানুষ মরে না। দুনিয়ার কোটি কোটি লোক এ নেশা না করেও বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। বরং ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত হানীকর বলে বর্তমান বিজ্ঞানও রায় দিয়েছে। এমত অবস্থায় এ জিনিষও বিদেশ হতে আমদানী করা খুবই আফসোসের বিষয়; বিশেষ করে পাকিস্তানে। এই দেশ ও রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে ইসলামি আদর্শের অনুপ্রেরণায়। অথচ কোরআন পাক সর্বপ্রকার নেশা হতে দূরে থাকার জন্য মোমেনদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। আর এখন অবস্থা হলো, দূর দেশ হতে নেশার মাল-মশলা জোগাড় করতে হচ্ছে। নেশা যাদের ঘাড়ে চাপে তাদের কাছে বিজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান কোনটাই কার্যকরী হয় না, যদি না তারা ইমানের বলে বলিয়ান হয়। ইমানের জোরেই মদিনাবাসিরা শুনামাত্র মদের জোরালো নেশাও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন, ঐসব পূণ্য পুরুষদের উত্তরাধিকারিদে'র এখনকি চরম ও গ্লানিকর অধঃপতন।

★

পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়াত ও তারুয়া জামাত

মুহাম্মদ আবুল কাসেম

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়া মতবাদের বিস্তার এবং তারুয়া জমাতে আহমদীয়ার কথা বর্ণনার প্রারম্ভে যে আদর্শকে ভিত্তি করিয়া বিশ্বব্যাপী এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে প্রসঙ্গত ইসলামে আহমদীয়া মতবাদের পরিচয়ার্থে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন।

"ইন্নি জায়েলুন ফিল্ আরদে খলীফা" (কুরআন) অর্থাৎ—নিশ্চয়ই জমিনে আমরা খলিফা বা প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত করিব। পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহ-তালার এই মহান প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়; বিশ্ব স্রষ্টা আদিকাল হইতে তাঁহার পবিত্র ওয়াদা যথা নিয়মে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। প্রয়োজনের সময় তাঁহার মনোনীত খলিফা বা প্রতিনিধির মাধ্যমে বিভিন্নকালে, বিভিন্ন জনপদ বাসীর যোগ্যতানুযায়ী আপন ইচ্ছা ও আদেশ বা বিধান জ্ঞাপন করিয়া মানব জাতিকে অমঙ্গল ও ধ্বংসের কবল হইতে উদ্ধারকল্পে প্রকৃত কল্যান ও শান্তির পথ দেখাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু দুনিয়া পূজারী মানবজাতি সহজ ভাবে আল্লাহ প্রেরিত নবীর শিক্ষা এবং আদর্শকে গ্রহন না করিয়া সর্বদাই ইহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। নবী এবং তাঁহার জমাতের বিরোধিতায় লিপ্ত হইয়া দুনিয়াতে ন না প্রকার আজাব গজব ডাকিয়া আনিয়াছে এবং তাহারা ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। কালের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। অতীত কালের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী কত পরাক্রমশালী জাতি অন্যায়ভাবে এবং অহংকার বশতঃ জমানার নবীর সঙ্গে বিরোধিতার কারণে ঐশীকোপে পতিত হইয়া অলৌকিক উপায়ে অতি হীনভাবে পরাজিত ও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যাহার ধ্বংসাবশেষ প্রদর্শনী রূপে যাদুঘরে এবং গবেষণার সামগ্রী হিসাবে গবেষণাগারে স্থান লাভ করিয়াছে।

আল্লাহর চিরন্তন বিধানানুযায়ী অবিরাম কালের চক্রের ঘূর্ণনে এক সভ্যতার পতন ও অন্য সভ্যতার উত্থানের ভিতর দিয়া মানব জাতির ইতিহাসে নূতন নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক বা রুহানী জগতেও অনুরূপ বিধান ও অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। জড় বিধান ও আধ্যাত্মিক বিধান পরস্পর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া সৃষ্টির পূর্ণতার জন্য নির্দ্ধারিত নিয়মে সমান্তরাল গতিতে কাজ করিয়া যাইতেছে।

মধ্যযুগে মানব জাতিকে আল্লাহতালা তাঁহার পরিপূর্ণ কল্যান ও শান্তি লাভের উপায় বর্নিত বিধান পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেন। ইহার পর মানবজাতির জন্য আর কোন নূতন বিধান বা শরীয়তের আবশ্যকতা নাই। শরীয়তে ইসলামের অধীন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের মাধ্যমে আল্লাহতালা পবিত্র কুরআনের যুগোপযোগী, ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া জগতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিতে থাকিবেন। এখানেই পূর্ণ বিধানের বৈশিষ্ট ঐশী হেকমতে পূর্ণ বিধানকে সজীব রাখার স্থায়ী ব্যবস্থা। যাহার কোন ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। যাহার পরিচালনের দায়ীত্বভার স্রষ্টা স্বয়ং নিজ হাতে রাখিয়া দিয়াছেন।

পূর্ণ বিধানের প্রবর্ত্তক, সর্বশ্রেষ্ট নবী হজরত মোহম্মদ (সাঃ) জমানার অজ্ঞ, অহংকারী লোকদের বর্বরোচিত অত্যাচার। উৎপীড়ন ও আক্রমন হইতে রেহাই পান নাই।

তিনি ও তাঁহার অনুগামী আসহাবদের (রাজিঃ) উপর এত অকথ্য নির্যাতন ও অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে যে, পূর্বের কোন নবীর জমানায় ও অনুরূপ নজীর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিরুদ্ধবাদীগণ যেমন সব প্রকারে সর্বাধিক অত্যাচারের নজীর বিহীন নজীর স্থাপন করিয়াছে; অপর দিকে ইসলামের নবী (সা) ও তাঁহার প্রকৃত অনুগামীগণ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, সত্যবাদিতা, অপূর্ব ক্ষমা ও ত্যাগের মহত্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে যাহা সর্বদা মানুষের অন্তরে গভীর প্রেরণা প্রদান করে। বিরুদ্ধবাদীদের আচরণ দৃষ্টে তাই আল্লাহতালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন "বড়ই পরিতাপ মানব জাতির জন্য, আমরা এমন কোন রসুল পাঠাই নাই; পরন্তু দুনিয়াবাসী বিরোধিতা করে নাই।" (কুরআন)

বর্তমান অধর্ম্মের যুগে দাজ্জাল রূপ অভিশপ্ত শয়তান তাহার যাবতীয় সৈন্য সামন্ত সহ সর্বশক্তি নিয়া মানবতাকে চিরতরে ধ্বংস করিয়া আপন প্রভুত্ব কায়েম করিবার প্রয়াসে স্তরে স্তরে সর্বদিক হইতে প্রবল আক্রমণ চালাইয়া জগৎময় ভীষন অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। আকাশ, পাতাল জুড়িয়া প্রজ্বলিত এই অগ্নিশিখার করাল গ্রাস ও তীব্র উত্তাপ হইতে কোন দেশ, কোন জাতি এবং কোন মানুষই নিরাপদ নাই। অশান্তির আগুনে পুড়িয়া মানুষের সুখের সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে। জনবহুল দুনিয়া হইতে শান্তি উধাও হইয়া ছুটিয়াছে। মানব আত্মা শান্তি খুঁজে খুঁজে হয়রান। শান্তি কোথায়? আল্লাহর আদেশ পূর্ণ না করা পর্যন্ত এবং তাঁহার মহান ইচ্ছার নিকট সর্বান্তকরণে আত্ম সমর্পণ ব্যতিরেকে কাহারও পক্ষে এই সাধারণ ধ্বংসলীলার কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। একমাত্র আল্লাহ্‌র করুণার আশ্রয় ছাড়া মানবীয় শক্তিবলে ঐশী আক্রমণের হাত হইতে কেহই রক্ষা পাইবে না। মানব অন্তরে আল্লাহ্‌র আদেশ ও ইচ্ছা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণের পর আক্রমণ আসতেই থাকিবে। অনুতপ্ত হৃদয়ে অন্যায় হইতে ফিরিয়া আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছানুযায়ী জীবন পরিচালিত না করা পর্যন্ত ধ্বংসলীলা চলিতে থাকিবে। মানব জাতির শান্তির অধিকারী হইতে পারিবে না।

॥ আহমদীয়ত

অভিশপ্ত শয়তানের শেষ হামলার পর, মানবতার স্থায়ী বিজয়ের সূচনায় আল্লাহ্ তায়ালা আখেরী-জমানায় নবুয়তে মুহাম্মদীয়ার জ্যোতির বিকাশ দ্বারা দুনিয়াতে পূর্ণ তৌহিদ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্ অনুযায়ী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ -এর আধ্যাত্মিক প্রতিকৃতি হজরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানকে (আঃ) সুসংবাদ ও সতর্কবাণী সহ প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রূপে যথাসময়ে অবতীর্ণ করিয়াছেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) নিজের জীবনে বিশ্ব-নবীর পূণ্যময় জীবনাদর্শ ও পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিয়া তাহা প্রস্ফুটিতভাবে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ঐশী আদেশ ও বিশ্ববিধান অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া, যুগের অবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিয়া দুনিয়াতে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য দ্বীন ইসলামের দূর্বার আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন। যাহা আহমদীয়া আন্দোলনরূপে পরিচিত। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বিশ্ববাসীর অন্তরে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করে তৌহিদের পূর্ণ বিধান পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রচার ও বিশ্ব নবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ্র প্রেমাকাংখী ও শান্তিকামী সত্যপ্রিয় লোকদের নিকট ত্যাগের আকুল আহ্বান জানাইয়াছেন। ঐশী ইচ্ছায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে "আহমদীয়া জমাত" নামে অসংখ্য জমাত কায়েম হইয়া গিয়াছে এবং তথা হইতে জাতি সমূহের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান হইতেছে। বিশ্ব আহমদীয়া জমাত সমূহের মরকজ বা হেড্ কোয়ার্টার "রাবওয়া" পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। পূর্বের কেন্দ্র "কাদিয়ান" হিন্দুস্থানের জমাত সমূহ এবং হিন্দুস্থানের বাসিন্দাদের মধ্যে আহমদীয়তের শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার পরিচালনা করিতেছে। হযরত নবী করিমের (দঃ) প্রকৃত শিক্ষা এবং আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আখেরী জমানায় আল্লাহ্র সেই প্রতিশ্রুত জমাত হইল জমাতে আহমদীয়া। যে জমাতের পক্ষে আল্লাহ্ তালা সর্বদা অসাধারণ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। ইহাই সেই জমাত, যাহার সম্বন্ধে হযরত নবী করিম (দঃ) স্বয়ং এরশাদ করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার উম্মতের অবস্থা বৃষ্টি ধারার অনুরূপ। যাহার প্রথম দিক উত্তম, না শেষ ভাগ অধিকতর উত্তম বলা যেমন কঠিন; তেমনি তাঁহার উম্মতের শেষ ভাগে আখেরী জমানায় তাঁহার মাহদী হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) দরিয়ায় যে জল রাশি মিলিত হইবে তাহাই অধিকতর উত্তম কিনা বলা কঠিন। বর্তমান জমানার অবস্থা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবস্থা তুলনা মূলক ভাবে বিচার করিলে উভয় দলের বৈশিষ্টের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাথমিক যুগে ইসলামকে ধ্বংস করিবার জন্য শত্রুগণ হামলা চালাইয়াছে। ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে ইসলাম পন্থীদিগকে নিজের প্রিয় জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছে। বর্তমান জমানায় ইসলাম পন্থীদিগকে যুক্তির মোকাবেলা করিতে হয়। তবে বর্তমান জমানায় পূর্ববর্তী জমানার অনুপাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে বহু প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অন্যায়ের রাস্তা খুলিয়া গিয়াছে, যাহা হইতে ইমান বাঁচাইয়া রাখা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। উভয় জমানায়ই ইসলাম পন্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে।

॥ আহমদী

হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) ত্যাগের আহ্বানে "দ্বীনকো দুনিয়া পর মুকাদ্দম রাখুঙ্গা," প্রতিজ্ঞা নিয়া যাহারা বিশ্বব্যাপি একমাত্র আল্লাহ্তালার

আদেশ ও ইচ্ছা এবং আল্লাহ্ কর্তৃক "প্রশংসীত নবী" হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) পুণ্যময় জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা কল্পে দাজ্জাল বধ জেহাদে অংশ গ্রহন করিয়া কোরবাণীর পর কোরবাণী করিয়া যাইতেছেন; তাঁহারা আহমদী নামে পরিচিত। আহমদীগণ ইসলামের শিক্ষাকে জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবার মহান উদ্দেশ্যে অটুট বিশ্বাস বুকে নিয়া, নেজামের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত থাকিয়া সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে ন্যায় ও সত্যকে সংস্থাপিত করিবার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। ইসলামের আদর্শে গঠিত পবিত্র ভ্রাতৃ-সংঘ, আহমদীয়া জমাত কর্তৃক দুনিয়াতে পুণঃ তৌহিদ ভিত্তিক এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে; যথায় ইসলামের সফলতা প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ লক্ষ্য করা যায়।

আহমদীয়া জমাতের প্রচেষ্টায় দুনিয়ার প্রায় সকল দেশেই ইসলাম প্রচারের মিশন বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। আহমদীয়তের জ্যোতির মোকাবেলায় অন্ধকার প্রিয় বিতাড়িত শয়তান ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া যাইতেছে। আহমদীয়া জমাতের প্রচারকগণ যাবতীয় আরাম আয়েস পরিহার করিয়া মানবতার মুক্তির জন্য এবং এক মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে, কোনে কোনে, পবিত্র কোরআন হাতে নিয়া অশেষ ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া দিন রাত দলীল প্রমান ও যুক্তির অস্ত্রে দাজ্জালী শক্তির মোকাবেলা করিয়া যাইতেছে। আহমদীয়া জমাতের প্রচার অভিযানের ফলে ক্রশ এবং অন্যান্য বাতিল ধর্মমতের অসারতা বুঝিতে পারিয়া এবং ইসলামের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লক্ষ লক্ষ নর এবং নারী অনুতপ্ত হৃদয়ে আহমদীয়াতের মাধ্যমে দীক্ষা গ্রহন করিয়া সাম্য ও শান্তি ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহন করিয়াছে এবং করিতেছে।

আল্লাহ্তালার ইচ্ছায় পরিচালিত আহমদীয়া জমাত আজ বিজয়ের সিংহ দ্বারে উপনীত হইয়া গিয়াছে। সর্ব প্রকার ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিয় সীমারেখা আহমদীয়া মতবাদের প্রচারের মোকাবেলায় সংকুচিত হইয়া যাইতেছে। কোন বাধাই তিষ্টিতে পারিতেছে না। দেশের বাহিরে, অভ্যন্তরে, মানুষের অন্তর রাজ্যে পবিত্র ইসলাম আবার আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া উজ্জল ভবিষ্যত রচনা করিয়া চলিয়াছে। গর্ব না করিয়া সত্য হিসাবে অনায়াসে বলা চলে যে, আকাশের কোলে এমন কোন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত যায় না যাহাতে আহমদীয়া জমাতের তরক্কীর কোন না কোন স্বাক্ষর নাই। "আমি তোমার তবলীগকে দুনিয়ার কিনারা বা শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাইব এবং গালবা ব বিজয় প্রদান করিব" স্রষ্টার পবিত্র প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ কৃতজ্ঞতার সহিত আল্লাহ্র শোকর আদায় করিতেছেন। আহমদীয়া জমাতের প্রচেষ্টায় দুনিয়াতে ইসলামের পূর্ণ বিজয় নামিয়াছে। মানব অন্তরে আল্লার প্রেম, রসুলুল্লার প্রশংসা ও পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার দিন সন্নিকট হইয়া আসিতেছে। আহমদীগণের পদ মর্যাদা সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী ক্রমেই পূর্ণতা লাভ করিয়া লক্ষ্য অর্জনের দিকে অগ্রগামী হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

॥ সংবাদ

॥ কেন্দ্রীয় সালানা জলসা

জলসার তারিখ ছিল ১১, ১২ ও ১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৮ ইসাব্দ। রোজঃ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আহমদী জামাতের লোকেরা যোগদান করেন। প্রথম দিনে আহমদী জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ) উদ্বোধনী বক্তৃতা দান করেন। ইহার পর জনাব মীর্যা আবদুল হক সাহেব এডভোকেট, অধ্যক্ষ কাজী মোঃ আসলাম এম, এ আল্লামা কাজী মোঃ নজির আহমদ সাহেব লায়লপুরী এবং মাওলানা মীর মোবারক আহমদ, প্রাক্তন মোবাল্লেগ পূর্ব আফ্রিকা, বক্তৃতা প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিনে হযরত মির্জা তাহের আহমদ সাহেব এবং জনাব মোহাম্মদ আহমদ মাজহার এডভোকেট, মাওলানা আবদুল মালেক খান, মিশনারী বক্তৃতা প্রদান করেন। জুম্মার নামাজের পর হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) বক্তৃতা করেন। তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা করেন মাওলানা আবুল আতা জলন্দরী, প্রাক্তন মোবাল্লেগ মধ্যপ্রাচ্য এবং মাওলানা গোলাম বারী সাহেব ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি স্যার চৌধুরী মোঃ জাফরুল্লাহ খান। ইহার পর সমাপ্তি অধিবেশনে আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্রের আহমদীদের তরফ হইতে খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) এর খেদমতে মানপত্র পাঠ করেন ডঃ বশির উদ্দীন ওসামা এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জ ও মরিশাস-এর আহমদীদের পক্ষ হইতে হযরত সাহেবের খেদমতে মানপত্র পাঠ করেন উল্লিখিত জামাতের প্রতিনিধিবৃন্দ।

অতঃপর জলসার সমাপ্তি ভাষণ দান করেন হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)। তাহার দুইঘণ্টা স্থায়ী বক্তৃতার পর জামাতের, পাকিস্তানের এবং সারা বিশ্বের শান্তি ও মঙ্গল কামনা করিয়া দোয়া করা হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই জলশায় যোগদানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রাদেশিক আমীর সাহেব, আলহাজ আনোয়ার আহমদ কাহলুন, মাওলানা আহম্মদ সাদেক মাহমুদ, জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, শাহাবুদ্দীন আহমদ, ডাঃ মোঃ শফিক সায়গল, জনাব মাহমুদ আহমদ হায়দরাবাদী, জনাব রহমাতুল্লাহ বাজুয়া আই, ডব্লিউ, টি এর প্রধান, খাজা আবদুল করিম, মোঃ শরীফ টীলন প্রভৃতি যোগদান করেন। লক্ষাধিক ব্যক্তি এ জলসায় যোগদান করেন।

॥ প্রাদেশিক সালানা জলসা

আগামী ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী, '৬৮, (ইং) তারিখে ৪৮ তম প্রাদেশিক সালানা জলসা স্থানীয় ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১ এ অনুষ্ঠিত হইবে। দেশ বিদেশের প্রখ্যাত বাগ্মী ও চিন্তাবিদগণ এই জলসায় যোগদান করিবেন এবং ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বর্তমান বিশ্বে ইহার প্রচার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্ব সাধারণের উপস্থিতির জন্য আহ্বান জানানো যাইতেছে।

আগন্তুক মেহমানদের সঙ্গে শীত বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় বিছানা পত্র সঙ্গে আনিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

এতদ্‌সঙ্গে আহমদী ভাই দিগকে জানানো যাইতেছে যে, তাহারা যেন তাঁহাদের আকীকা বা কোন সদুদ্দেশ্যের নিমিত্ত নির্ধারিত জবেহ যোগ্য পশু গুলিকে জলসার পূর্বাহ্নেই আমাদের জলসা গায় প্রেরণ করেন।

॥ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সালানা জলসা

আগামী ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী '৬৮ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসা স্থানীয় জলসা গাহ অনুষ্ঠিত হইবে। দেশের বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল আলেম ও পণ্ডিতগণ ইহাতে যোগদান করিবেন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াৎ সম্পর্কে বহুবিধ তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। উক্ত জলসায় যোগদান করার জন্য সকলের নিকট অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

॥ মসজিদে মোবারকের উদ্বোধন

আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আহমদী পাড়ায় অবস্থিত নবনির্মিত দ্বিতল মসজিদ ভবনটির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব উহার উদ্বোধন করিবেন। উল্লেখযোগ্য যে, হজরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) কতৃক উক্ত মসজিদটির নাম 'মসজিদে মোবারক' রাখা হইয়াছে।

॥ রাবোয়ায় আবদুর রহমান খান বাঙালী

আমেরিকার প্রখ্যাত আহ্‌মদী মিশনারী জনাব আবদুর রহমান খান বাঙালী প্রায় ৪ বৎসর কাল মিশনারী কার্য করিবার পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বর্তমান তিনি অসুস্থ অবস্থায় রাবয়ায় অবস্থান করিতেছেন। সদর মুরুব্বী জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের সহিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সকল আহমদীকে ছালাম জানাইয়াছেন এবং তাঁর আশু রোগমুক্তির জন্য দোয়ার আবেদন করিয়াছেন।

॥ নারায়ণগঞ্জে তবলিগী সফর

ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সদর মুরুব্বী মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক নারায়ণগঞ্জ জামাতে এক পক্ষকাল ব্যাপী ওয়াকফে আরজির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

গত ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৭ তারিখে তিনি নারায়ণগঞ্জ জামাতে কার্য শুরু করেন। এখানকার বিভিন্ন সংগঠনের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ছাড়াও তিনি পরীক্ষা মূলক একটি বিশেষ তালিম তরবিয়তি ক্লাশের আয়োজন করেন। যোগদানকারীদের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহন পূর্বক পুরস্কার বিতরণ এবং মিষ্টান্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেন। ৩৮ জন খোদ্দাম ও আতফাল এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেন।

জনাব মুরুব্বী সাহেব জানান যে, এহেন প্রোগ্রামে স্থানীয় আহ্‌মদীদের মধ্যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে।

॥ তারুয়ায় তরবিয়তী সফর

সদর আঞ্জুমানের নির্দেশে জনাব ইসমাইল বোখারী (দিনাজপুর) সহ জনাব আবদুস সাত্তার (সুন্দরবন) পক্ষকালীন এক তবলিগের উদ্দেশ্যে কুমিল্লার তারুয়া জামাত সফর করেন। তাঁহারা গত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৬৭ সাল) পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।

বাজামাত নামাজের ব্যবস্থা, তালিম তরবিয়তি ক্লাশ পরিচালনা, জামাতের কার্যাবলীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহারা প্রচেষ্টা চালান।

এতদ্ব্যতীত আতফাল, খোদ্দাম, আনছার, নাছেরা ও লাজনা সংসদগুলির নির্বাচন কার্যও পরিচালনা করেন এবং প্রত্যেক সংগঠনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিষয় লইয়া জরুরী অধিবেশন পরিচালনা করেন। ফলে জামাতের প্রত্যেকের মধ্যে একটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

তাহারা নাছেরা ও আতফালদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহন করেন এবং নিজস্ব ব্যয়ে সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরন করেন। স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব আবদুস সালাম ইহাতে শরীক হন।

উল্লেখ যোগ্য যে, উক্ত অধিবেশন সমূহে উপস্থিতিদের মধ্যে ৪২ জন আতফাল, ২৫ জন নাছেরা, ১৮ জন খোদ্দাম ১২ জন আনসার ও ২২ জন লাজনা বর্তমান ছিলেন। প্রত্যেক অধিবেশন শেষে হযরত সাহেবের দীর্ঘায়ু ও আহমদীয়াতের বিজয়, কামনা করিয়া দোয়া করা হয়।

॥ আহমদী মিশনারীর

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা

মানুষ যে বয়সে পুত্র, কন্যা ও পরিজন বেষ্টিত সংসার জীবনের নিরিবিলি দিনগুলি অতি বাহিত করিয়া পরপারে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকে—সেই বয়সের সায়াহ্নে পৌঁছাইয়া ইসলাম ও আল্লার বাণী—প্রচার করিতে ফিজি দ্বীপ পুঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন সপ্ততি বর্ষ বয়োপ্রাপ্ত মিশনারী ডঃ জহুর আহমদ শাহ। ১৯৬৫ সনে সরকারী চাকুরীতে বহাল থাকা কালীন তিনি বর্তমান খলিফা হজরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)-এর আহ্বানে ইসলামের উদ্দেশ্যে জিন্দেগী ওয়াকফ করেন। পরে চাকুরী হইতে অবসর লাভ করিয়া এক বৎসর কাল রাবোয়াতে ইসলাম ও মিশনারী সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

অতঃপর গত ২৪শে জানুয়ারী, '৬৮ তারিখে রাবোয়া হইতে ঢাকা আগমন করেন। রাত্রে হোটেল ইণ্টার কন্টিনেন্টালে বিশ্রাম গ্রহণের পর ২৫সে জানুয়ারীতে পি. আই, এ বিমান যোগে ফিজি দ্বীপ পুঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

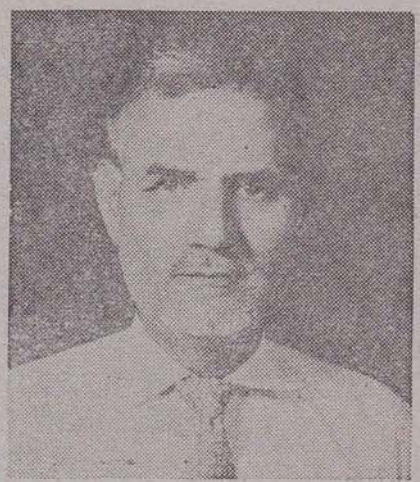

ডঃ জহুর আহমদ শাহ

প্রাদেশিক আমীর সহ অন্যান্য আহ্‌মদী ভ্রাতৃগণ বিমান বন্দরে তাহাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

সাত্তার

'Al-Bushra'

Illustrated Quarterly Journal in Arabic.

Published by :

Al-Jamia Ahmadiyya, Rabwah,

West Pakistan.

ARTICLES CONTRIBUTED BY

EMINENT WRITERS OF THE ARAB WORLD.

Annual Subscription :

Pakistan Rs. 5·00

Other Countries Sh. 10/-

—Post Free—

The East African Times

AN ENGLISH LANGUAGE MAGAZINE

Published monthly in

KENYA

on

CULTURAL, SOCIAL, RELIGIOUS, EDUCATIONAL, POLITICAL AND CONTEMPORARY AFFAIRS OF KENYA & E. AFRICA.

Annual Subscrtption Sh. 5/-

Write to :

P. O. Box 554

NAIROBI, KENYA.

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works

For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca 1

Phone No. 83635

Editor : A H Muhammad Ali Anwar.